সাতদিন

১৩ সেপ্টেম্বর : বোমা হুমকির মুখে দেশ ছেড়ে যাওয়া বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর ক্রিশ্চিনা ওয়ালিক ঢাকায় ফিরে আসেন।

১৪ সেপ্টেম্বর : অবিরাম বর্ষণে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। জনজীবনে নেমে আসে অনির্ধারিত স্থবিরতা।

১৫ সেপ্টেম্বর : চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়কে যাত্রীবাহী বাস ও কাঠবোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২৫ জন নিহত ও ৬৩ জন আহত হয়।

১৬ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ-ভারত স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠকে আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাস দমনে একযোগে কাজ করার উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

১৭ সেপ্টেম্বর : খালেদা জিয়া বলেছেন, আন্তর্জাতিক আইসিটি বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আইডিবির কাছ থেকে ১০ কোটি ডলার সহায়তা পাবে।

১৮ সেপ্টেম্বর : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলে সিট দখলকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘাতে আহত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র মাহবুবুল হক খোকনের মৃত্যু ঘটে।

১৯ সেপ্টেম্বর : সৌদি স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. হামাদ বিন আব্দুল্লাহ আল মানে তার দেশে আরো অধিকসংখ্যক বাংলাদেশী ডাক্তার, নার্স প্যারামেডিকস নিয়োগ এবং ওষুধ আমদানিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

সংসদে যাওয়া আসা নিজেদের স্বার্থে

আওয়ামী লীগ লাগাতার সংসদ বর্জনের দিকে যাচ্ছে। গ্রেনেড হামলা ঘটনার ৬২ নং ধারায় আলোচনার দাবি ব্যর্থ হওয়ায় আওয়ামী লীগ সদস্যরা গত ১৫ সেপ্টেম্বর সংসদে নজিরবিহীন এই হট্টগোল করে বের হয়ে আসে। আওয়ামী লীগ সূত্র জানিয়েছে, আগামীতে তারা আর সংসদে ফিরবে না। ফলে সংসদ আবারও অকার্যকর হয়ে পড়বে। বিরোধী দলবিহীন সংসদে সরকারি দলের সাংসদের চলবে দিকভ্রান্ত বক্তব্য। অকারণে কালক্ষেপণ। কোরাম সংকট।

জাতীয় সংসদের ১৩তম অধিবেশন শুরু হয় গত ১২ সেপ্টেম্বর। শুরুতে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহতদের স্মরণে শোক প্রস্তাব নিয়ে সংসদে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। নেত্রকোনা থেকে নির্বাচিত সাংসদ আব্দুল মোমিন গ্রেনেড হামলায় নিহত আইভি রহমানের ওপর শোক প্রস্তাব আনেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন আওয়ামী লীগ সাংসদরা। তারা নিহত সবার জন্য শোক প্রস্তাব আনার দাবি তোলেন। অবশেষে গ্রেনেড হামলায় নিহত সবার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

চলতি জাতীয় সংসদ অধিবেশনে আওয়ামী লীগের মূল দাবি ছিল গ্রেনেড হামলার ওপর আলোচনা করা। তারা ৬২ ধারায় আলোচনার দাবি তোলো।

এ ধারায় আলোচনা গৃহীত না হওয়ায় আওয়ামী সাংসদরা ১৩ সেপ্টেম্বর ওয়াকআউট করেন। তারা দাবি করেন, এতো বড় ঘটনায় সাধারণ আলোচনা হতে পারে না। ১৫ সেপ্টম্বর আওয়ামী লীগ আবারও সংসদে ফিরে যায়। এবং সংসদের বর্তমান কার্যক্রম স্থগিত রেখে ৬২ ধারায় আলোচনা শুরু করার দাবি তোলে। তখন সরকারি দলের প্রশ্নোত্তর পর্ব চলছিল। অধিবেশন কক্ষে ঢুকেই আওয়ামী লীগ সাংসদরা হট্টগোল শুরু করেন। তারা পয়েন্ট অব আর্ডারে বক্তব্য রাখতে চান। স্পিকার পয়েন্ট অব অর্ডারে বক্তব্য গ্রহণ না করলে তারা হৈ চৈ শুরু করেন এবং স্পিকারের মঞ্চের সামনে অবস্থান নেন। এক পর্যায়ে ফাইল ছুঁড়ে ফেলে অধিবেশন ওয়াকআউট করে চলে যায়।

আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলা ছিল '৭৫-এর ১৫ আগস্ট রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের পর সবচেয়ে বড় আলোচিত ঘটনা।

এ ঘটনায় দেশ ও বিদেশে তোলাপাড় সৃষ্টি হয়। প্রয়োজন ছিল গ্রেনেড হামলার বিষয়ে আলোচনার জন্য জরুরি সংসদ অধিবেশন ডাকা। অথচ তা করা হয়নি। সংসদ অধিবেশন শুরু হলেও স্পিকার নানা অজুহাতে গ্রেনেড হামলার বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। স্পিকারই কার্যত আওয়ামী লীগকে নেতিবাচক আচরণ করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

আওয়ামী লীগ অর্ধশতাধিক বছরের পুরনো গণতান্ত্রিক দল। সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়মকানুন তাদের ভালো জানা। তাদের দাবির প্রতি অনড় থেকে সংসদ অধিবেশনে অবস্থান করা উচিত ছিল। কিন্তু তারা তা করেননি। বরং সুযোগ নিয়েছেন।

আওয়ামী লীগ আগামীতে হয়তো আর সংসদে যাবে না। তারা মূলত সংসদে গিয়েছিল ৯০ কার্যদিবসের ফাঁদ থেকে বাঁচতে। এখন ফাঁদ আর তাদের সামনে নেই। সংসদের মেয়াদ আছে মাত্র দুই বছর। আগামী ৯০ কার্যদিবস অনুপস্থিত থাকলে তাদের সংসদ সদস্যপদ চলে যাবে। ততোদিনে চলে আসবে নির্বাচন। জটিল পরিস্থিতিতে সরকার উপনির্বাচনের ঝুঁকি নিতে পারবে না। ফলে সংসদ ভেঙে দিতে হবে আগেই। আওয়ামী লীগ সম্ভবত সরকারকে এমন পরিস্থিতিতেই ফেলতে চায়।

অষ্টম জাতীয় সংসদ প্রথম অধিবেশন থেকেই অকার্যকর হয়ে ওঠে বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে। তার ওপর সরকারি দলের সাংসদদের একরোখা মনোভাব, দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য সংসদকে আরো বেশি অকার্যকর করে তোলে।

অতীতে বিএনপিও বিরোধী দলে থাকতে একই আচরণ করেছে। তারা লাগাতার সংসদ বর্জন করেছে। একই প্রক্রিয়ায় আগাচ্ছে আওয়ামী লীগও। মাঝপথে জনগণের টাকায় পরিচালিত সংসদ হয়ে পড়ছে গুরুত্বহীন, গণতন্ত্র হয়ে পড়ছে দুর্বল। আওয়ামী লীগ আর সংসদে না ফিরলে অষ্টম জাতীয় সংসদ তার গুরুত্ব হারাবে। এ সংসদের হবে অপমৃত্যু।

জয়ন্ত আচার্য

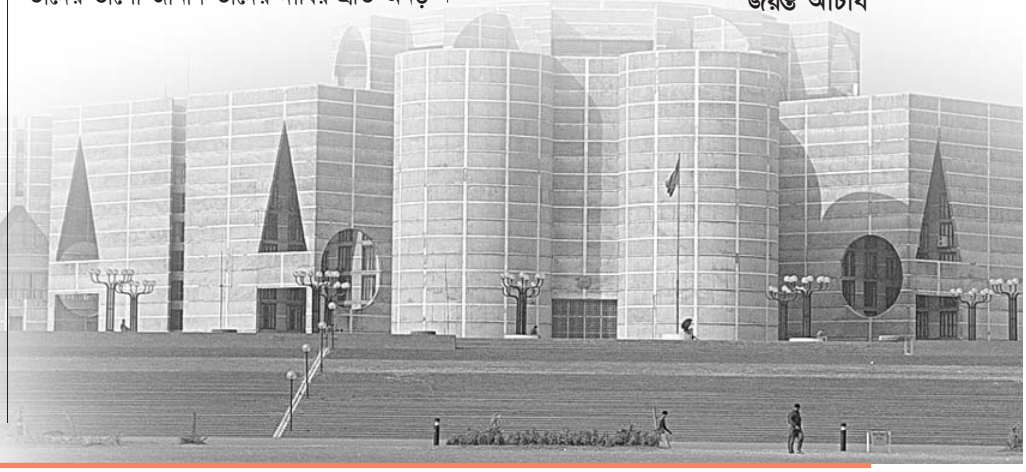

প্রতারণার নাম এমএলএম ব্যবসা

লিখেছেন **আহসান কবির** ও
খোন্দকার তানভীর জামিল

আইটি শিক্ষার নামে সদস্যদের সঙ্গে প্রতারণাকারী প্রতিষ্ঠান বিজনাস ডট কম বাংলাদেশ লিমিটেডের গ্রেপ্তারকৃত পাঁচজনের মধ্যে দু'জন পাকিস্তানি জামিন পেয়েছে। এই দু'জনের নাম আতিফ কামরান ও তৌকির আহমেদ ওরফে ববি। এছাড়া বিজনাসের কথিত পরিচালক তারিকুল হুদা সরকার, চেয়ারম্যান জাকারিয়া ওরফে জাকির এবং পাকিস্তানি নাগরিক তাহির মুহম্মদ চৌধুরী এখনো জেলহাজতে রয়েছে। মুক্তিপ্রাপ্ত দুই পাকিস্তানি নাগরিক এখনো দেশ ছেড়ে যেতে পারেনি। তাদের দেশে থাকার ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছে গোয়েন্দা সূত্র।

পান্থপথের মনোয়ারা টাওয়ারে বিজনাসের অফিসটি বন্ধ করে দেয়ার ঘোষণা দেয়া হলেও গত দু'দিন সেখানে গিয়ে দেখা গেছে ইংলিশ স্পোকেন কোর্সের ক্লাস চালু করা হয়েছে। মনোয়ারা টাওয়ারের অফিস ফ্লোর ছেড়ে যাবার নোটিশ দিয়েছিলেন মনোয়ারা টাওয়ারের মালিক। পরে জানা গেছে, দুই পক্ষের মধ্যে সাময়িক সমঝোতা হয়েছে। মালিক কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ও কম্পিউটার কোর্স ছাড়া ঐ অফিস ফ্লোরে আর কিছুই করা হবে না। কোর্সের ক্লাস শুরু হলেও সদস্য সংখ্যা হাতে গোনা। বিজনাসের বেশির ভাগ সদস্যই অনুপস্থিত।

তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রেসক্লাবে 'বিজনাস নেটওয়ার্কার্স ফোরাম'-এর ব্যানারে বিজনাসের প্রথম দিকের কিছু সদস্য প্রেস কনফারেন্স করেছেন। তারা বলেছেন, বিজনাসের মালিকরা প্রতারক হলেও সদস্যরা প্রতারিত হননি! বিজনাসের মালিকদের গ্রেপ্তার ও বিজনাসের অফিস আপাতত বন্ধের ব্যাপারটি তাদের মতে, পরস্পর বিরোধী দুই মালিক পক্ষের কোন্দল। তবে মনোয়ারা টাওয়ারে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সের ক্লাসে উপস্থিত দুজন সদস্য জানান, সাধারণ সদস্যদের চাপের মুখে বিজনাসের প্রতিশ্রুত 'লার্নিং' সেশনটা আপাতত চালু করার চেষ্টা চালাচ্ছে বিজনাস কর্তৃপক্ষ। লার্নিংয়ের সঙ্গে প্রতারণামূলকভাবে সদস্য সংগ্রহ অর্থাৎ 'আর্নিং'-এর ব্যাপারটা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। কারণ নতুন সদস্যদের অনুপস্থিতি। তবে পুরনো যারা টাকা পাবেন সেসব সদস্য ও ব্যবসায়ীদের টাকা ধীরগতিতে ফেরত দেয়া হচ্ছে বলে তারা জানান। ঐ দু'জন শিক্ষার্থীর মতে, বিজনাসের বর্তমান মালিক- কর্তৃপক্ষের প্রধান ব্যক্তি হচ্ছেন বিজনাসের প্রথম এমডি আ ন ম রফিকুল ইসলাম সেলিম। সম্ভবত তার পক্ষের কিছু লোকই প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেছিল। তবে প্রথম দিকের সদস্যরা বিজনাসের ভাষায় যাদের বলা হচ্ছে 'লিডার', তারা সাধারণ সদস্যদের কাছ থেকে নিজেদের বাঁচাতেই এই প্রেস কনফারেন্স নাটক করেছে বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে আ ন ম রফিকুল

সাপ্তাহিক ২০০০-এর রিপোর্টের প্রতিক্রিয়া

gmv UvKv †diZ w`‡Z eva¨ n‡”Qb

আদম ব্যাপারী মুসা বিন শমসেরের প্রতারণা নিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এ সম্প্রতি দু'টি বিশেষ প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল। ৩০ জুলাই প্রথম প্রতিবেদনটি ছাপার পর অন্য ভিকটিমরা প্রতিবেদকের সঙ্গে যোগাযোগ করে মুসা বিন শমসেরের অপকর্মের আরো অনেক তথ্য-প্রমাণ প্রদর্শন করে। ফলে ২৭ আগস্ট প্রকাশিত দ্বিতীয় রিপোর্টটি আরো তথ্যবহুল হয়। সে রিপোর্টে আশির দশক থেকে বিদেশে চাকরির নামে বিভিন্ন সময়ে ২ সহস্রাধিক মানুষের কাছ থেকে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা আত্মসাতের চাঞ্চল্যকর কাহিনী ছাপা হয়। এরপর সরকারের সকল মহলে বিষয়টি ব্যাপক আলোচিত হয়। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মেজর (অবঃ) কামরুল ইসলাম, কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমান এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে মুসা বিন শমসেরের ওপর প্রেসার আসে যাতে সম্প্রতি ইটালিতে পাঠানোর নামে ৫ শতাধিক লোকের কাছ থেকে ৪-৫ লাখ করে যে টাকা নিয়েছে তা যাতে দিয়ে দেয়া হয়। এদিকে সাপ্তাহিক ২০০০-এ রিপোর্ট দেখে র‍্যাবের পক্ষ থেকেও গ্রামগঞ্জে খেটে খাওয়া মানুষগুলোর টাকা ফেরত দেয়ার জন্য মুসাকে নির্দেশ দেয়।

সাপ্তাহিক ২০০০ রিপোর্ট করার পর প্রতারিতরাও মনে সাহস পায়। তারা জোট বেঁধে মুসার অফিসে গিয়ে টাকা ফেরতের জন্য চাপ দেয়। এক পর্যায়ে মুসার সাব এজেন্ট লিটনের নেতৃত্বে একদল প্রতারিত গিয়ে মুসার অফিসের দরজা লাথি দিয়ে ভেঙে তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। চারদিকের চাপে পড়ে প্রথমে লিটন গ্রুপের ২০-২২ জনকে ৭৭ লাখ টাকা ফেরত দেন বলে জানা গেছে। এরপর ২০ সেপ্টেম্বর কুষ্টিয়ার ২০-২৪ জনকে ৫৪ লাখ টাকা ফেরত দিয়েছেন।

এছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে আরো কয়েকটি গ্রুপকে টাকা ফেরত দিয়েছেন। সূত্রমতে, এ পর্যন্ত তিনি প্রায় ১ কোটি ৪৭ লাখ টাকা ফেরত দিয়েছেন। তবে এখনো শত শত মানুষ তাদের টাকা ফেরত পাননি। বাদবাকিরা দলবদ্ধ হয়ে এলে টাকা আদায় করতে পারবে। টাকা আদায়ে র‍্যাব এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রতারিতদের সহায়তা করেছে।

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় লুটপাট থেকে শুরু করে গত তিন দশকে নানা রকম অপকর্মের মাধ্যমে মুসা বিন শমসের শত কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতেও তিনি পিছপা হতেন না। মুসার মুক্তিযুদ্ধকালীন অপকর্মের কথা লেখার কারণে ফরিদপুরের সাংবাদিক প্রবীর শিকদারকে মেরে ফেলার জন্য সন্ত্রাসী ভাড়া করে তার ওপর হামলা করিয়েছিল। বোমা এবং রামদার কোপে প্রবীরের মৃত্যু হয়েছে ভেবে সন্ত্রাসীরা তাকে ফেলে রেখে চলে যায়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান। ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার জন্য সেই ভাড়া করা দুই সন্ত্রাসী জাহাঙ্গীর এবং জ্যাককে মুসা খুন করিয়েছিলেন বলে ফরিদপুরবাসী মনে করে।

শোনা যায়, মুসা বিন শমসেরের সঙ্গে মাফিয়া কানেকশন আছে। তিনি অস্ত্র চোরাচালানির সঙ্গে জড়িত। ওপর তলার রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রয়েছে তার ঘনিষ্ঠতা। এসব কারণে তার অপকর্মের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে সাহস পেত না। প্রতারিতরা সংবাদপত্র অফিসগুলোতে গিয়ে ধরনা দিয়েছে কিন্তু কেউ তার খবর ছাপেনি।

অবশেষে ধারাবাহিকভাবে সাপ্তাহিক ২০০০-এ রিপোর্ট করার কারণে প্রতারিতরা টাকা ফেরত পেতে শুরু করেছে।

বদরুল আলম নাবিল

ইসলাম সেলিমের ভাষ্য হচ্ছে, আইটি শিক্ষার নামে বিজনাসে আমার বিরুদ্ধ পক্ষ প্রতারণা করে আসছিল। আমি শিক্ষা কোর্স চালু করলাম। এই কোর্স চলবে। কথিত এমএলএম কিংবা প্রতারণামূলক নেটওয়ার্ক বাণিজ্য আর এখানে চলবে না। এছাড়া টাকা-পয়সার আদান-প্রদান, কাগজপত্র, ট্রেড লাইসেন্স, ভ্যাট ও ট্যাক্সের সবকিছু দেখভাল করার জন্য একটি নামী সিএ প্রতিষ্ঠানের কয়েক সদস্যকে নিরীক্ষক হিসেবে আনা হয়েছে। বিজনাসের সঙ্গে জড়িত কয়েকজন সদস্য জানান, আগে বিজনাস ডট কমের অফিস ও এর বাণিজ্য তরিকুল হুদা সরকার ও পাকিস্তানি নাগরিক তাহির মুহম্মদ চৌধুরীর হাতে ছিল। তারা গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যাবার পর বিজনাসের প্রথম এমডি রফিকুল ইসলাম সেলিম এখন প্রতিষ্ঠানটি নিয়ন্ত্রণ করছেন। এদিকে হোটেল শেরাটনের একটি সূত্রে জানা গেছে, থাকা খাওয়া বাবদ তারিকুল হুদা সরকারের কাছে হোটেল শেরাটনের পাওনা ৭ লাখ ১৭ হাজার টাকা। এর মধ্যে মদের বিলই প্রায় ৩ লাখ টাকা। তারিকুল হুদা সরকার ও পাকিস্তানি নাগরিক তাহির মুহম্মদ যে প্রাইভেট কার ও মাইক্রোবাসটি ব্যবহার করতেন,

প্রকাশিত সংবাদ এবং আমার বক্তব্য

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪ সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রকাশিত 'রোকেয়া হলের সিডি ক্যামেরা রহস্য' বিশেষ প্রতিবেদনে সন্দেহভাজন হিসেবে আমার নাম ছাপা হয়। রিপোর্টার নাম না জানা কিছু ছাত্রীর সূত্রে এবং গোপন ব্যালট পেপারে আমার নাম আছে বলে উল্লেখ করে লেখেন,'... জিজ্ঞাসাবাদ করার পর মেয়েটি নির্দোষ বলে প্রভোস্ট ঘোষণা দেন।'

হলের সিডি সংক্রান্ত কোনো ঘটনায় আমার সম্পৃক্ততা নেই। তারপরও তদন্ত কমিটি গঠিত হবার পর এবং গোপন ব্যালট পেপারের ব্যবস্থা করার পর ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত কিছু ছাত্রী আমার নাম উল্লেখ করে বলে আমি জানতে পারি। তদন্ত কমিটির কাছে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সত্যের পক্ষে আমি আমার অবস্থান স্পষ্ট করি।

আমি রোকেয়া হলের ছাত্রী। হলের সকল ছাত্রীর মতো এই নোংরা উদ্দেশ্যপ্রোণোদিত ঘটনার আমিও একজন শিকার। অন্য সকলের মতো আমিও এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিচার দাবি করি। মেয়েদের নিয়ে খুব সহজেই গুজব ছড়িয়ে দিতে পারার যে খারাপ চর্চা, তার অবসান দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমে হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

উর্মি
রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিবাদ

নাসের রহমান *এমপি*

সাপ্তাহিক ২০০০-এর বর্ষ-৭, সংখ্যা ১৮ (১০ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত 'এক একর জমি ৫ টাকা... সিলেটের যুবরাজ নাসের রহমান কাহিনী' শীর্ষক প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশের লিখিত প্রতিবাদ জানিয়েছেন সংসদ সদস্য এম নাসের রহমান। প্রতিবাদপত্রে তিনি লিখেছেন, প্রতিবেদনটি একতরফা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও আমাকে রাজনৈতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনটির বিভিন্ন অংশের প্রতিবাদ করে তিনি লিখেছেন, আমি সরকারদলীয় সংসদ সদস্য হিসেবে অন্য সংসদ সদস্যদের মতোই দায়িত্ব পালন করছি। এটাই স্বাভাবিক। জেলা বিএনপির সভাপতি হিসেবে জেলায় দলের রাজনৈতিক কর্মকান্ড আর দশজন সভাপতির মতোই পরিচালনা করে থাকি। আমার নির্বাচনী এলাকার জনগণের স্বার্থে এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনায় আর দশজন সংসদ সদস্যের মতোই প্রশাসনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করা ছাড়া প্রশাসনের হস্তক্ষেপের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

চা বাগান প্রকল্প প্রসঙ্গে প্রতিবাদে তিনি লিখেছেন, আমার ছোট ভাই সফিউর রহমান সরকারি পতিত জমি লিজ নিয়ে চা বাগান করার জন্য সরকারের কাছে যে আবেদন করেছিল, এর সঙ্গে আমার কি সম্পৃক্ততা থাকতে পারে তা মোটেই বোধগম্য নয়। মাইজদী পাহাড়ে বসবাসকারীদের এলাকা ত্যাগের হুমকিও মিথ্যা এবং বানোয়াট। তিনি তার সমর্থকদের দ্বারা শাহীনের মঞ্চ দখল করে নেয়ার অভিযোগটি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তিনি পাল্টা অভিযোগ করেছেন, সাংসদ শাহীন ছুরি, রামদা ও লোহার রড সংবলিত ৮-১০ জন সমর্থক নিয়ে কুলাউড়া বিএনপি আয়োজিত প্রতিবাদ সভার জন্য নির্মাণাধীন মঞ্চে বিএনপি নেতা-কর্মী ও ডেকোরেটর কর্মীদের ওপর হামলা চালায়। তিনি প্রতিবেদনটিকে প্রতিবেদকের ব্যক্তিগত আক্রোশ বলে অবহিত করেন। তার পাঠানো দীর্ঘ প্রতিবাদ পত্রে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা সব বিষয়কেই উদ্দেশ্য প্রনোদিত বলে অভিহিত করেছেন।

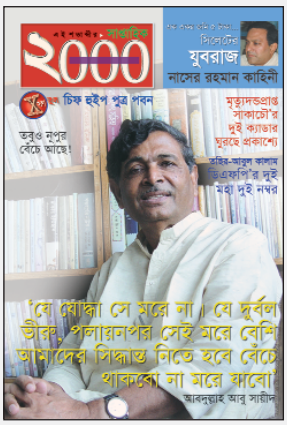

সাপ্তাহিক ২০০০-এর কয়েক হাজার ফটোকপি বিক্রি

সিলেট অঞ্চলে সাপ্তাহিক ২০০০-এর ১০ সেপ্টেম্বর সংখ্যাটি ছিল 'টক অব দ্য সিলেট।' বাজারে আসার সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাটি দ্রুত শেষ হয়ে যায়। এক পর্যায়ে ওই সংখ্যাটি হাজার হাজার ফটোকপি বিক্রি হয় বিভিন্ন এলাকায়।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, সাপ্তাহিক ২০০০-এর ১০ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় (বর্ষ-৭ সংখ্যা-১৮) মৌলভীবাজার-৩ আসনের সাংসদ ও অর্থমন্ত্রীর পুত্র এম নাসের রহমান সম্পর্কে 'এক একর জমি ৫ টাকা... সিলেটের যুবরাজ নাসের রহমান কাহিনী' শিরোনামে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। সাপ্তাহিক ২০০০-এর আলোচিত এই সংখ্যাটি ৮ সেপ্টেম্বর বুধবার বাজারে আসার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তেই গ্রাস করে নেয় পাঠক। এক পর্যায়ে সিলেট অঞ্চলের পত্রিকা দোকানগুলোতে চাহিদামতো সাপ্তাহিক ২০০০-এর সংখ্যাটি পাওয়া যায়নি।

জানা যায়, আলোচিত ওই সংখ্যাটি মৌলভীবাজার, কুলাউড়া ও শ্রীমঙ্গল এলাকায় সাধারণ পাঠকের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলে। যার ফলে ওই এলাকাগুলোতে চাহিদা ছিল অস্বাভাবিক রকমের বেশি। এক পর্যায়ে ওই সব এলাকায় সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনটির হাজার হাজার ফটোকপি বিক্রি হয়। এর মধ্যে শুধু কুলাউড়া উপজেলায়ই ফটোকপি বিক্রির সংখ্যা ছিল তিন সহস্রাধিক। আর পুরো সপ্তাহজুড়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এর এই সংখ্যা ও প্রতিবেদনটি ছিল ব্যাপক আলোচিত বিষয়।

সেগুলো ভাড়া করা হয়েছিল বাড্ডার সরদার রেন্ট-এ কার থেকে। গত তিন মাসে সত্তর-পচাত্তর হাজার টাকা গাড়ির বিল হলেও সেগুলো শোধ করেনি বিজনাস।

এদিকে বিজনাসের অনুকরণে আইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ স্টার এডুকেশনের 'মাল্টিলেভেল মার্কেটিং' (MLM) পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী সংগ্রহের উদ্যোগে ভাটা পড়েছে। মূলত এমএলএম পদ্ধতিতে প্রতারণার অভিযোগে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করার ঘটনায় অন্যান্য এমএলএম কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও তাদের ক্রেতা-পরিবেশকদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে খুলনার লাইফ গোল্ডেন বাংলাদেশ লিমিটেড নামের একটি প্রতারণামূলক মাল্টিলেভেল মার্কেটিং কোম্পানির পাবনা অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। এই কোম্পানির দ্বারা প্রতারিত হয়েছে প্রায় ৪ হাজার মানুষ। কম সময়ে, অল্প পরিশ্রমে রাতারাতি কোটিপতি হতে গিয়ে, উল্টো এই ৪ হাজার সদস্যের লাইফ এখন বরবাদ হতে বসেছে। তারপরও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি। কয়েকটি কোম্পানি প্রতারণামূলক মাল্টিলেভেল মার্কেটিং ব্যবসা এখনো চালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক লাইফ লাইন (টিএ) লিঃ। এর হেড অফিস খুলনায়। ছাত্রছাত্রীদের অনেকটা জোর করেই ৬০০ টাকা দিয়ে এই কোম্পানির ক্রেতা-পরিবেশক বানানো অব্যাহত রয়েছে। এদিকে আল-ফালাহ কমিউনিকেশন সার্ভিসেস লিঃ, ডোরওয়ে মার্কেটিং লিমিটেড, লাইফ টাইম কনসেপ্ট লিঃ নামের প্রতারণামূলক মাল্টিলেভেল মার্কেটিং প্রতিষ্ঠানগুলো ধীরে ধীরে সক্রিয় হচ্ছে। যদিও এসব কোম্পানিতে লোকজনের ভিড় আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে।

এদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা এবং সাধারণ মানুষের অজ্ঞতাকে পুঁজি করে প্রতারণামূলক এমএলএম ব্যবসা যথারীতি চালিয়ে যাচ্ছে বেশ কয়েকটি কোম্পানি। এমনই একটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে 'এমএক্সএন মডার্ন হারবাল ফুড লিঃ'।

স্বাস্থ্য সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি হারবাল খাদ্য, পথ্য ও ওষুধ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হয় বলে এমএক্সএন কর্তৃপক্ষ দাবি করে থাকে। এই কোম্পানিটিও চালু হয়েছে ২০০৩ সালের ২৪ মে। এর চেয়ারম্যান এ কে এম গোলাম কাদির এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. আলমগীর মতি। ডা. আলমগীর মতি ১৯৭৭-৭৮ সালে হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের সভাপতি ছিলেন। এমএক্সএন কোম্পানি দাবি করে থাকে, যেসব চিকিৎসক ও গবেষক স্বীয় মেধা ও অধ্যবসায় দ্বারা দেশীয় গাছ-গাছড়া থেকে বহুবিধ হারবাল খাদ্য, পথ্য ও ওষুধ আবিষ্কার করেছেন ডা. আলমগীর মতি তাদের অন্যতম। আর এই কোম্পানির অন্যতম পণ্য বা ওষুধ হচ্ছে এমএক্সএন জিনসেং প্লাস, যা দিয়ে নাকি চিরযৌবন ধরে রাখা ও যৌবন পুনরুদ্ধার করা যায়। মূলত কঠিন ও গোপন রোগের চিকিৎসার নামে ইউনানী, মঘা শাস্ত্রীয় দাওয়াখানা ও বিভিন্ন হারবাল কোম্পানির দুই নম্বরি ব্যবসার নয়া সংস্করণ হচ্ছে এমএক্সএন মডার্ন হারবাল ফুড লিঃ। তাদের এই তথাকথিত সর্বরোগ বিনাশক ওষুধ জিনসেং প্লাস বিক্রি করতে আরেকটি প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। যার নাম এমএলএম বা মাল্টি লেভেল মার্কেটিং ব্যবসা। এই ওষুধটি শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। জিনসেং প্লাসের বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, জীবনের সবচেয়ে প্রিয় বস্তুটি বিনিময় করে হলেও একবার জিনসেং খান। 'বার্ধক্যে যৌবনের স্বাধ (স্বাদ) গ্রহণ করুন।'

এমএক্সএন মডার্ন হারবাল ফুড লিমিটেডের প্রতারণামূলক এমএলএম ব্যবসা 'ইউনিলেভেল' (এক রকম বাইনারি পদ্ধতি) পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। ৬০০ টাকা দিয়ে কোম্পানির সদস্য হতে হয় এবং রোগ থাকুক বা না থাকুক, সদস্যকে ধরিয়ে দেয়া হয় ২৫০ টাকা মূল্যের জিনসেং নামক ওষুধ। এছাড়া একটি অফিস ব্যাগ, আইডি কার্ড এবং সর্বোপরি একটি গাইড বই হারবাল পদ্ধতিতে 'শতায়ু লাভের উপায়' এবং অন্যান্য কাগজপত্র দেয়া হয়। আর তার নামে ২০০ পয়েন্ট যোগ হয়। একজন সদস্য পণ্য ক্রয় বা বিক্রয় করে ৭০০ পয়েন্টের অধিক লাভ করলে মাসে একটি কমিশন পেয়ে থাকেন। কোম্পানির মতে, sponsoring-এর মাধ্যমে আপনি যেসব সদস্য তৈরি করবেন তাদের আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ আপনি ভোগ করবেন।

আর এমএক্সএন মডার্ন হারবাল ফুড লিমিটেডের তথাকথিত যৌবন ধরে রাখা বা পুনরুদ্ধারের জিনসেং ওষুধ বিক্রির ক্ষেত্রে একজন সদস্য যখন কোম্পানি নির্ধারিত পঞ্চম ধাপ (প্লাটিনাম স্টার) অতিক্রম করবেন, তখন তিনি তার মাসিক Total sale value-র ৪৩% সেল বোনাস হিসেবে পাবেন এবং কোম্পানি সেলের ৫% গাড়ি ও বাড়ি বাবদ পাবেন, ৩% Profit sharing হিসেবে এবং প্লান্টিনাস স্টার বোনাস বাবদ ৬% পাবেন। তবে এমএক্সএন ডিস্ট্রিবিউটরদের অনেকেই আফসোস করে বলেছেন, ১১ মণ ঘিও জুটবে না আর রাধাও নাচবে না।

২০০ কোটি টাকার ক্ষতি বিপর্যস্ত চিংড়ি চাষিরা

ভয়াবহ ভাইরাস আক্রমণের ধকল কাটিয়ে ওঠার আগেই আবার বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে দেশের চিংড়ি চাষিরা। সাম্প্রতিক সপ্তাহব্যাপী অবিরাম বর্ষণে ভেসে গেছে উপকূলবর্তী অধিকাংশ ঘের। চাষিরা জানান, ভাইরাস আক্রমণে তাদের ১৫০ কোটি টাকার মাছ মরে যায়। তার ওপর বর্ষায় ভেসে গেছে ৫০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের মাছের পোনা। সব মিলে ২০০ কোটি টাকার ক্ষতি সামলাতে বিপর্যস্ত চিংড়ি চাষিরা। মৎস্য অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও যশোরে প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হচ্ছে। বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলের ঘেরগুলোতে গত জুন-জুলাই মাসে ব্যাপকভাবে ভাইরাসের আক্রমণ হয়। বিল ডাকাতিয়া প্রান্তিক মৎস্য চাষি সমবায় সমিতির সভাপতি আনছার আলী সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, ভাইরাসে বাগেরহাটের ঘেরগুলোর ক্ষতি হয়েছিল বেশি। কিন্তু এবারভারী বর্ষণে খুলনা, সাতক্ষীরার ঘেরগুলো থেকে ভেসে যাওয়া পোনার মূল্য কম করে হলেও ৫০ কোটি টাকা। খুলনার ফুলতলার চিংড়ি চাষি সেলিম সরদার সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, চিংড়ি ঘের করার জন্য সরকারি কোনো আর্থিক সহায়তা পাওয়া যায় না। ধারদেনা করেই ঘের করতে হয়। কিন্তু পর পর এত বড় দুটি দুর্যোগ চাষিদের দেনার পরিমাণই বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের এখন মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা অবস্থা। শুধু চাষিরা নয়, সমস্যায় পড়েছে খুলনার মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানিগুলোও। দেশের সিংহভাগ চিংড়ি উৎপাদন হয় খুলনা অঞ্চল থেকে। বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্ট এসোসিয়েশনের সহসভাপতি এম এ সালাম সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, ঘেরে উৎপাদিত চিংড়ি বিদেশে রপ্তানির জন্য খুলনার কোম্পানিগুলোর গড় উৎপাদন ক্ষমতা ২০ টন। কিন্তু মাছ পাচ্ছি মাত্র ৬-৭ টন। ভাইরাস ও বর্ষণে মাছ ভেসে যাওয়ায় মাছের সরবরাহ আরো কমে যেতে পারে। ফলে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে বাজার ধরে রাখতে বেশি দামে কোম্পানিগুলো মাছ কেনার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছে। চিংড়ি দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি খাত। গত বছর দেশটির চিংড়ি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২ লাখ ৮০ হাজার মেট্রিক টন। রপ্তানি করে আয় হয়েছিল ২২০০ কোটি টাকা। এ বছর ভাইরাস এবং অতি বর্ষণে মাছ ভেসে যাওয়ায় উৎপাদন কমে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। এর ফলে কোম্পানিগুলোর পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন প্রান্তিক চাষিরা। তাদের পাশে দাঁড়ানো এখন বেশি জরুরি।

রবিউল আলম, খুলনা থেকে